যায়যায়দিন
তারিখঃ ০৪-০৮-২০২৪ (পৃঃ ১৩)

বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান কৃষি খাতের

■ আলতাব হোসেন

বাংলাদেশের মানুষের জীবিকা, কর্মসংস্থান এবং জিডিপিতে অবদানের জন্য কৃষি অপরিহার্য। বাংলাদেশে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, খাদ্যের পর্যাপ্ততা বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি একটি কার্যকর হাতিয়ার। গ্রাম পর্যায়ে দেশীয় অনেক পণ্য উৎপাদন হচ্ছে। তাছাড়া কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের

আর্থিক কাঠামো কৃষিভিত্তিক। শস্য, মাঠ ও প্রাণিসম্পদ- তিন খাতকে কৃষির মধ্যে ধরা হয়। দেশের ৭০ ভাগ মানুষ কোনো না কোনোভাবে এ খাতের ওপর নির্ভরশীল। খাদ্য সরবরাহের প্রধান উৎসই এ খাত। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও), আন্তর্জাতিক খাদ্যনীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠান (ইফপ্রি), বিশ্বব্যাংকের বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে- বাংলাদেশের চরম দারিদ্র্য নিরসনে কৃষি উৎপাদন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

সরকারি তথ্য অনুসারে মোট দেশজ আয়ে (জিডিপি) কৃষির অবদান ১৪ শতাংশ। কিন্তু কর্মসংস্থানের দিক থেকে প্রথম অবস্থানে এ খাত। বর্তমানে প্রায় ৭ কোটি শ্রমশক্তির মধ্যে কৃষিতেই রয়েছে দুই কোটি ৬০ লাখের বেশি। অর্থাৎ মোট শ্রমশক্তির ৪০ শতাংশের বেশি কৃষিতে। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের খাদ্য উৎপাদন ছিল এক কোটি ৮ লাখ টন। কিন্তু বর্তমানে তা চার কোটি ৫৪ লাখ টনে উন্নীত হয়েছে। অর্থাৎ কৃষির ওপর নির্ভর করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে দেশ। এছাড়া বিভিন্ন শিল্পে মূল্য সংযোজন করছে এ খাত।

বাংলাদেশ বিশ্বে ধান, পাট, কাঁঠাল, আম, পেয়ারা, আলু, সবজি ও মাছ উৎপাদনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এ খাত। বর্তমানে বাংলাদেশ ১১টি ইলিশ উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে প্রথম অবস্থানে। এছাড়া পাট রপ্তানিতে প্রথম ও উৎপাদনে দ্বিতীয়, কাঁঠালে দ্বিতীয়, চাল, মাছ ও সবজি উৎপাদনে তৃতীয়, ছাগল উৎপাদনে চতুর্থ, আম ও আলুতে সপ্তম, পেয়ারায় অষ্টম এবং মৌসুমি ফলে দশম অবস্থানে বাংলাদেশ। আর কৃষিতে এ অর্জনের সবচেয়ে বড় কারণ হলো এখানে প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়েছে। প্রযুক্তির হাত ধরে গত ১৫ বছরে পোলট্রি, গবাদি পশু এবং মাছ চাষে বিপ্লব ঘটিয়েছে। দাম তুলনামূলকভাবে মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যেই থাকছে। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোর মধ্যেও রয়েছে কৃষি। এ খাতে কৃষকের সহায়তা পুঁজির সরবরাহ বাড়ানো হয়েছে। স্বাধীনতার ৫০ বছর পার হয়েছে। প্রথম তিন দশকে কৃষিতে উন্নতি হয়েছে। পরের দশকে অর্থাৎ চল্লিশের দশকে তার দ্বিগুণ হয়েছে। আবার ৪০ থেকে ৫০ বছরে অর্থাৎ শেষ দশকে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে। এই পরিবর্তনের কারণ হলো এখানে প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়েছে। জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার, নানা ধরনের চাষাবাদ বেড়েছে, নতুন বীজ আসছে। এ সময়ে বিশ্বব্যাপী কৃষিতে বিশাল পরিবর্তন এসেছে। গবেষণা বেড়েছে, তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক কৃষি, নানা ধরনের আবিষ্কার হয়েছে। অর্থাৎ তারা স্মার্টকৃষিতে চলে গেছে।

মানুষের মৌলিক চাহিদার প্রথমটিই খাদ্য। বাংলাদেশের ৯০ ভাগ মানুষের প্রধান খাবার ভাত। দেশের ১৭ কোটি মানুষের খাবারের জোগান নিশ্চিত করা সহজ কথা নয়। এর পেছনে রয়েছে সরকারের কৃষিবান্ধব নীতি, কৃষি উপকরণ সহায়তা, ভর্তুকি, প্রণোদনা, দেশের ধান বিজ্ঞানীদের দীর্ঘ গবেষণা এবং ঘাম ঝরানো কৃষকদের নিরলস পরিশ্রম। এসবের মধ্য দিয়ে খাদ্য ঘাটতির দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার গৌরব লাভ করেছে। বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে বড় অবদান রাখছে কৃষি খাত।

১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি স্লোগান ছিল, 'বাংলার প্রতি ঘর, ভরে দিতে চাই মোরা অন্নে'। স্বাধীনতার ৫৩ বছরে দেশে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও দারিদ্র্য বিমোচনে যে কয়েকটি খাত এগিয়ে আছে, তার মধ্যে বড় অবদান রেখেছে কৃষি খাত। মুক্তিযুদ্ধের আগে এবং অব্যবহিত পরে প্রায় সাত কোটি মানুষের খাদ্য উৎপাদন করতেই হিমশিম খেতে হয়েছে দেশকে। তখন আমদানি করে চাহিদা মেটাতে হতো। দুর্ভিক্ষের মতো বিপর্যয় কড়া নাড়তো। এখন দেশের লোকসংখ্যা ১৭ কোটির বেশি, পাশাপাশি আবাদি জমির পরিমাণ কমেছে । এরপরও বছরে প্রায় সাড়ে চার কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের রেকর্ড গড়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ এখন খাদ্য রফতানিকারক দেশ। বিপুল মানুষের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতাই বড় অর্জন।

দেশে বছরে মাথাপিছু চালের চাহিদা ১৩৪ কেজি। চাল থেকে তৈরি বিভিন্ন ধরনের খাবার রয়েছে- যা বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণের দৈনিক ক্যালরির চাহিদা পূরণ করে। ভাত বাঙালির প্রধান খাদ্য। বাংলাদেশের অর্থনীতি এখনো কৃষিনির্ভর। দেশের ৬৫ শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির সঙ্গে জড়িত। বর্তমানে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও এখনো আমদানি নির্ভরতা কমেনি। তারপরও ধান, গম ও ভুট্টা বিশ্বের গড় উৎপাদনকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ও দুর্যোগ সহিষ্ণু শস্যের জাত উদ্ভাবনেও শীর্ষে বাংলাদেশের নাম।

খাদ্য ও কৃষিতে বাংলাদেশের সাফল্য ঈর্ষণীয়। মহামারি করোনাকালেও উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকায় বিশ্বে কৃষি ও খাদ্যের ১১ খাতে সেরা বাংলাদেশের নাম। সরকারের কৃষি অনুকূল নীতি এবং প্রণোদনায় কৃষক ও কৃষিবিদদের চেষ্টায় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে চাল রপ্তানি কারক দেশ হিসেবে নাম ওঠেছে বাংলাদেশের। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) তথ্যমতে, বর্তমানে ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। যা বাংলাদেশের জন্য বিশাল এক অর্জন এবং খাদ্য নিরাপত্তায় মাইলফলক বলে উল্লেখ করেছেন বিশিষ্টজনরা। কৃষি ও খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ধরে রাখা, চালসহ কৃষিপণ্য, প্রক্রিয়াজাত মাছ-মাংস রপ্তানিতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একের পর এক স্বীকৃতি পাচ্ছে বাংলাদেশ। এর মধ্যে ২০২২-২০২৪ মেয়াদে এশিয়া অঞ্চলের প্রতিনিধি হিসেবে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশ।

নিরাপদ খাদ্যশস্য রপ্তানিতেও এগিয়ে আছে বাংলাদেশ। এরপরও বছরে প্রায় চার কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের রেকর্ড গড়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ এখন খাদ্য রপ্তানিকারক দেশ। বিপুল মানুষের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতাই বড় অর্জন। স্বাধীনতার পর দেশে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের ক্ষেত্রে একটা নীরব বিপ্লব ঘটে গেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষিজমি কমতে থাকাসহ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ও বৈরী প্রাকৃতিতেও খাদ্যশস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উদাহরণ। স্বাধীনতার ৫৩ বছরে বাংলাদেশের কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো ২১৭ জাতের বিভিন্ন ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে।

ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে তৃতীয়। কেবল উৎপাদন বৃদ্ধিই নয়, হেক্টরপ্রতি ধান উৎপাদনের দিক থেকেও অধিকাংশ দেশকে ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ। বাংলার কৃষকরা এখানেই থেমে যাননি। একই জমিতে বছরে একাধিক ফসল চাষের দিক থেকেও বাংলাদেশ এখন বিশ্বের জন্য উদাহরণ। জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো কৃষি উৎপাদন বাড়িয়ে খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করায় বাংলাদেশের সাফল্যকে বিশ্বের জন্য উদাহরণ হিসেবে প্রচার করছে। এ সাফল্য সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশের খাদ্য সংকটকে ইঙ্গিত করে সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ একটি 'তলাবিহীন ঝুড়ি' বলে মন্তব্য করেছিলেন। এখন আর খাদ্য সংকটের দেশ নয়। বাংলাদেশ এখন খাদ্যপণ্য রপ্তানিকারক দেশ।

এর মধ্যে ব্রি'র ১০৬টি (৯৯টি ইনব্রিড ও ৭টি হাইব্রিড) উচ্চ ফলনশীল আধুনিক ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। এর মধ্যে ৪৬টি জাত বোরো মৌসুমের জন্য, ১২টি জাত বোরো ও আউশ উভয় মৌসুমি উপযোগী, ২৬টি জাত বোনা, রোপা ও আউশ মৌসুমি উপযোগী, ৪৫টি জাত রোপা ও আমন মৌসুমি উপযোগী, ১টি জাত বোরো, আউশ ও রোপা আমন মৌসুমি উপযোগী, ১টি জাত বোনা আমন মৌসুমি উপযোগী। বিশ্বে প্রথমবারের মতো জিঙ্কসমৃদ্ধ ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন বাংলাদেশের কৃষি গবেষকরা। বাংলাদেশ পরমাণু

কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা লবণসহিষ্ণু খরাসহিষ্ণু ও বন্যাসহিষ্ণু ধানের ২৪টি জাত উদ্ভাবন করেছেন। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের ধানের উৎপাদন তিন গুণেরও বেশি, গম দ্বিগুণ, সবজি পাঁচগুণ এবং ভুট্টার উৎপাদন বেড়েছে দশগুণ। দুই যুগ আগেও দেশের অর্ধেক এলাকায় একটি ও বাকি এলাকায় দুটি ফসল হতো। বর্তমানে দেশে বছরে গড়ে তিনটি ফসল হচ্ছে। পরিশ্রমী কৃষক ও কৃষি বিজ্ঞানীদের যৌথ প্রয়াসেই এ সাফল্য। অধিক ফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করায় হাজার বছরের খাদ্য ঘাটতির দেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। বিশ্বে দ্রুত খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করেছে এমন দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ সবার ওপরে। বিশেষ করে খাদ্যঘাটতির দেশ থেকে উদ্বৃত্তের দেশে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে উদাহরণ দেখছে বিশ্ব।

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তারিখঃ ০৩-০৮-২০২৪ (পৃঃ ০৭)

ধানের মধ্যে চামারা যদি থাকে পানি

জয়নাল আবেদীন, গোপালপুর (টাঙ্গাইল) সংবাদদাতা

ধানের মধ্যে চামারা যদি থাকে পানি, ইষ্টির মধ্যে মামারা যদি থাকে নানি। যমুনাবিধৌত টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ ও জামালপুরের গ্রামীণ জনপদে এ প্রবাদ ছিল বহুল প্রচলিত। ষাটের দশকে গল্প, কবিতা ও ছড়ায় চামারাসহ স্থানীয় জাতের নানা ধানের গুণকীর্তন হতো। আবহমান বাংলায় একেকটি জাতের ধান শুধু চালভাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। সেসব চাল থেকে তৈরি নানা সুস্বাদু পিঠাপুলি, পুষ্টিকর খাদ্যখাবার, খ, চিড়া, মুড়ি, মুটকি, মোয়া ইত্যাদি আমাদের খাদ্য সংস্কৃতির অংশ হয়েছে। বাংলা ভূখণ্ড ধানের দেশ, চালের দেশ, ভাতের দেশ আমাদের পূর্বপুরুষ অস্ট্রিক নৃ-গোষ্ঠীর আমল থেকেই। ভূমির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এক সময়ে হাজারো জাতের পরিবেশবান্ধব ধান চাষ হতো। কিন্তু তিন দশক ধরে উচ্চ ফলনশীল ও হাইব্রিড গতি পাওয়ায় বন্যা, খরা ও পরিবেশসহিষ্ণু স্থানীয় জাতের ধান হারিয়ে যাচ্ছে।

সর্বশেষ পরিসংখ্যান, দেশে ৪৯.৯৯৯ লাখ হেক্টরে বোরো, ১০.৬৭৩ লাখ হেক্টরে আউশ এবং ৫৮.৭২১ লাখ হেক্টরে আমন আবাদ হয়। স্থানীয় জাতের আমন ৬.৪৮৩ লাখ হেক্টর থেকে উৎপাদন ১১.৩১৬ লাখ টন। দেশে স্থানীয় জাতের আমনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল চামারা, নাজিরশাইল, লতাশাইল, পানিশাইল, রাজাশাইল, রুপাশাইল, লাকাই, টেপি, ধলকাচাই, মৌমাইল, গড়িয়া, বালাম, শিতাভোগ, গোবিন্দভোগ, জামাইভোগ, চাপাইল, মোগাইবালাম প্রভৃতি। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের এক তথ্যে দেখা যায়, যমুনা তথা ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার বন্যাপ্রবণ এলাকায় সুপ্রাচীনকাল থেকেই আবাদ চামারার। একে বাওয়া, কুমড়ি বা জলপ্রবণ ধানও বলা হয়। বোরোর পর বোনা ও রোপা হিসেবে এর আবাদ। নিম্নাঞ্চলে বানের পানির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এর টিকে থাকার অসাধারণ অভিযোজন ক্ষমতা রয়েছে। পানি যতই বাড়ে, গাছের গিট ততই আলগা হয়। পানি কমলে দ্রুত গুটিয়ে থিতু হয়। এ ধানে প্রচুর নাড়া জমে। জ্বালানিসহ তা নানা গৃহস্থালি কাজে লাগে। রোপণকালেও খরায় চারা সহজে মরে না।

হারিয়ে যাচ্ছে বাংলার ধানের বৈচিত্র্য

গোপালপুর উপজেলার বেড়াডাকুরি গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা **শামসুল হক চৌধুরী** জানান, ধানবৈচিত্র্য আমাদের চিরায়ত ঐতিহ্য ও মানস-সংস্কৃতির অংশ

গোপালপুর উপজেলার বেড়াডাকুরি গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা শামসুল হক চৌধুরী জানান, ধানবৈচিত্র্য আমাদের চিরায়ত ঐতিহ্য ও মানস-সংস্কৃতির অংশ। প্রতিটি ধানের সঙ্গে খাদ্যখাবার ও সংস্কৃতির নিবিড় সম্পর্ক। চামারাসহ দেশি জাতের বহু ধান হারিয়ে যাওয়ায় ভোজনপর্বের অনেক গালগল্প, প্রবাদ-প্রবচন ও চিরায়ত প্রথা বিলুপ্ত হচ্ছে। গোপালপুর উপজেলার মাজপাড়া গ্রামের কৃষক আব্দুস সামাদ এবং সরিষাবাড়ী উপজেলার বাগআচড়া গ্রামের আবুল হোসেন জানান, চামারা আবাদে সেচ, সার, কীটনাশক ও পরিচর্যা লাগে না। বিঘায় ফলন হয় পাঁচ থেকে সাত মণ। গভীর জলের এ ধান নিরাপদ খাবার। খিচুড়ি, পান্তা, পিঠা, মুড়ি, চিড়া ও খইয়ে আলাদা ঘ্রাণ ও স্বাদ থাকে। আঁশযুক্ত লালচে চালের ভাত মোটা, আঠালো ও সুস্বাদু। কালক্রমে এসব ধান হারিয়ে যাচ্ছে। বীজও সহজে মিলে না। কৃষিবিদ আনোয়ার মাজহার বলেন, ৮২ সালের ব্রির জরিপে ১২ হাজার ৪৮৭টি স্থানীয় জাতের ধানের নাম পাওয়া যায়। এর মধ্যে ৬ হাজার ৩৩৪টির জার্মপ্লাজম জিন ব্যাংকে সংরক্ষিত রয়েছে। এখন সবাই চিকন চাল পছন্দ করে। ফলে শতভাগ নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার মোটা চালের চামারাসহ স্থানীয় জাতের চাহিদা কমছে। ফলে আবাদও একদম কমে যাচ্ছে। নিরাপদ খাদ্য আন্দোলনের কর্মী ও উদ্যোক্তা হাসান মেহেদী অবশ্য চামারাসহ দেশি চালের বাজারজাত নিয়ে সুখবর দিয়েছেন। তিনি জানান, অনেকেই কাটিং-পলিশিং করা মিনিকেট জাতীয় চাল থেকে মুখ ফিরিয়েছেন। চামারাসহ স্থানীয় জাতের আঁশযুক্ত লাল চাল কিনছেন। নিজের প্রতিষ্ঠান পথ্য এন্টারপ্রাইজের মাধ্যমে ঢাকাসহ দেশের ১৭টি নিরাপদ খাদ্য শাখায় এবার ৭৩ টন চামারা চাল সরবরাহ করেন। তিনি নিজ উদ্যোগে স্থানীয় জাতের ১১ প্রকার ধানবীজ সংরক্ষণ করেছেন। তাঁতশিল্পের বুননে চামারার মাড় খুবই উপযোগী। এজন্য বৃহত্তর ময়মনসিংহের কোনো কোনো স্থানের কৃষকরা এখনো স্বল্প পরিসরে চামারার আবাদ করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তারিখঃ ০২-০৮-২০২৪ (পৃঃ ০৪)

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উচ্চ বিদ্যালয়

গাজীপুর-১৭০১।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর-এর পরিচালনাধীন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উচ্চ বিদ্যালয়ে নিম্নবর্ণিত পদসমূহে নিয়োগের জন্য বাংলাদেশের প্রকৃত নাগরিকদের নিকট হতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে।

ক্রঃ নং	পদের নাম	বেতন স্কেল (জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫ অনুযায়ী)	পদ সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা
০১	সহকারী শিক্ষক (পদার্থ বিজ্ঞান)	(ক) গ্রেড-১০ ১৬,০০০---৩৮,৬৪০/- (খ) গ্রেড-১১ ১২৫০০---৩০২৩০/- এবং প্রচলিত অন্যান্য ভাতাদি প্রদান করা হবে।	০১	(ক) কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ে ১ম শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা স্নাতক সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ে ০৪ (চার) বছরের স্নাতক সম্মান ডিগ্রি অথবা পদার্থ বিজ্ঞানসহ স্নাতক ও বিএড ডিগ্রি/সমমান। (খ) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়সহ স্নাতক ডিগ্রি/সমমান। শিক্ষাজীবনে কোন তৃতীয় বিভাগ/ শ্রেণি/সমমানের জিপিএ গ্রহণযোগ্য নয়। তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকালে বিএড ডিগ্রি বিহীন প্রার্থীকে নিয়োগ প্রাপ্তির ০৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে বিএড ডিগ্রি অর্জন করতে হবে।
০২	সহকারী শিক্ষক (ইসলাম ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা)	(ক) গ্রেড-১০ ১৬,০০০---৩৮,৬৪০/- (খ) গ্রেড-১১ ১২৫০০---৩০২৩০/- এবং প্রচলিত অন্যান্য ভাতাদি প্রদান করা হবে।	০১	(ক) কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১ম শ্রেণির কামিল ডিগ্রি/সমমান অথবা অন্যূন ২য় শ্রেণির ফাজিল ডিগ্রিসহ বিএড ডিগ্রি/সমমান। অথবা আরবি বা ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে ০৪ (চার) বৎসর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) বা স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি। (খ) ফাজিল ডিগ্রি/সমমান। শিক্ষাজীবনে কোন তৃতীয় বিভাগ/ শ্রেণি/সমমানের জিপিএ গ্রহণযোগ্য নয়। তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকালে বিএড ডিগ্রি বিহীন প্রার্থীকে নিয়োগ প্রাপ্তির ০৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে বিএড ডিগ্রি অর্জন করতে হবে।

শর্তাবলীঃ

০১। প্রার্থীকে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর -১৭০১ এর বরাবরে আবেদন করতে হবে।
০২। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইস্টিটিউট উচ্চ বিদ্যালয়- এর অনুকূলে ৮০০/- টাকা মূল্যের পে- অর্ডার আবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।
০৩। আবেদনের সাথে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে।
(ক) প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত সকল শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সনদপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
(খ) প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত চারিত্রিক সনদপত্র।
(গ) ওয়ার্ড কাউন্সিলর / পৌরসভার মেয়র / ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকত্ব সনদ।
(ঘ) প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ০৩ (তিন) কপি রঙিন ছবি ।
০৪। প্রার্থীকে অবশ্যই ০১-০৯-২০২৪ তারিখের মধ্যে অফিস চলাকালীন ডাকযোগে / সরাসরি / কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আবেদনপত্র প্রধান শিক্ষক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উচ্চ বিদ্যালয়, জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১ ঠিকানায় পৌছাতে হবে। উক্ত সময়ের পরে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে প্রার্থীর বয়স সর্বোচ্চ ৩৫ বছর পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য।
০৫। অসম্পূর্ণ, ত্রুটিপূর্ণ বা শর্তাবলী অপূর্ণ থাকলে আবেদনপত্র সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।
০৬। প্রার্থীকে খামের উপর আবেদনকৃত পদের নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
০৭। আবেদনপত্রে প্রার্থীর মোবাইল নম্বর উল্লেখ করতে হবে।

মহাপরিচালক মহোদয়ের পক্ষে
০১/০৮/২৪
প্রধান শিক্ষক
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উচ্চ বিদ্যালয়
গাজীপুর- ১৭০১।

স-১৪৬৮ (৯×৪)

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখঃ ০২-০৮-২০২৪ (পৃঃ ১৫)

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উচ্চ বিদ্যালয়

গাজীপুর-১৭০১।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর-এর পরিচালনাধীন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উচ্চ বিদ্যালয়ে নিম্নবর্ণিত পদসমূহে নিয়োগের জন্য বাংলাদেশের প্রকৃত নাগরিকদের নিকট হতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে।

ক্রঃ নং	পদের নাম	বেতন স্কেল (জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫ অনুযায়ী)	পদ সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা
০১	সহকারী শিক্ষক (পদার্থ বিজ্ঞান)	(ক) গ্রেড-১০ ১৬,০০০---৩৮,৬৪০/- (খ) গ্রেড-১১ ১২৫০০---৩০২৩০/- এবং প্রচলিত অন্যান্য ভাতাদি প্রদান করা হবে।	০১	(ক) কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ে ১ম শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা স্নাতক সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ে ০৪ (চার) বছরের স্নাতক সম্মান ডিগ্রি অথবা পদার্থ বিজ্ঞানসহ স্নাতক ও বিএড ডিগ্রি/সমমান। (খ) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়সহ স্নাতক ডিগ্রি/সমমান। শিক্ষাজীবনে কোন তৃতীয় বিভাগ/ শ্রেণি/সমমানের জিপিএ গ্রহণযোগ্য নয়। তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকালে বিএড ডিগ্রি বিহীন প্রার্থীকে নিয়োগ প্রাপ্তির ০৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে বিএড ডিগ্রি অর্জন করতে হবে।
০২	সহকারী শিক্ষক (ইসলাম ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা)	(ক) গ্রেড-১০ ১৬,০০০---৩৮,৬৪০/- (খ) গ্রেড-১১ ১২৫০০---৩০২৩০/- এবং প্রচলিত অন্যান্য ভাতাদি প্রদান করা হবে।	০১	(ক) কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১ম শ্রেণির কামিল ডিগ্রি/সমমান অথবা অন্যূন ২য় শ্রেণির ফাজিল ডিগ্রিসহ বিএড ডিগ্রি/সমমান। অথবা আরবি বা ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে ০৪ (চার) বৎসর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) বা স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি। (খ) ফাজিল ডিগ্রি/সমমান। শিক্ষাজীবনে কোন তৃতীয় বিভাগ/ শ্রেণি/সমমানের জিপিএ গ্রহণযোগ্য নয়। তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকালে বিএড ডিগ্রি বিহীন প্রার্থীকে নিয়োগ প্রাপ্তির ০৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে বিএড ডিগ্রি অর্জন করতে হবে।

শর্তাবলীঃ

০১। প্রার্থীকে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর -১৭০১ এর বরাবরে আবেদন করতে হবে।

০২। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইস্টিটিউট উচ্চ বিদ্যালয়- এর অনুকূলে ৮০০/- টাকা মূল্যের পে- অর্ডার আবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

০৩। আবেদনের সাথে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে।

(ক) প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত সকল শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সনদপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

(খ) প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত চারিত্রিক সনদপত্র।

(গ) ওয়ার্ড কাউন্সিলর / পৌরসভার মেয়র / ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকত্ব সনদ।

(ঘ) প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ০৩ (তিন) কপি রঙিন ছবি ।

০৪। প্রার্থীকে অবশ্যই ০১-০৯-২০২৪ তারিখের মধ্যে অফিস চলাকালীন ডাকযোগে / সরাসরি / কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আবেদনপত্র প্রধান শিক্ষক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উচ্চ বিদ্যালয়, জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১ ঠিকানায় পৌছাতে হবে। উক্ত সময়ের পরে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে প্রার্থীর বয়স সর্বোচ্চ ৩৫ বছর পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য।

০৫। অসম্পূর্ণ, ত্রুটিপূর্ণ বা শর্তাবলী অপূর্ণ থাকলে আবেদনপত্র সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

০৬। প্রার্থীকে খামের উপর আবেদনকৃত পদের নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

০৭। আবেদনপত্রে প্রার্থীর মোবাইল নম্বর উল্লেখ করতে হবে।

মহাপরিচালক মহোদয়ের পক্ষে

০১/০৮/২৪

প্রধান শিক্ষক

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উচ্চ বিদ্যালয়

গাজীপুর- ১৭০১।

স-১৪৬৮ (৯×৪)